ও.পি.সিং প্রযোজিত

অজস্র ধন্যবাদ

পরিচালনা · অরবিন্দ মুখার্জী

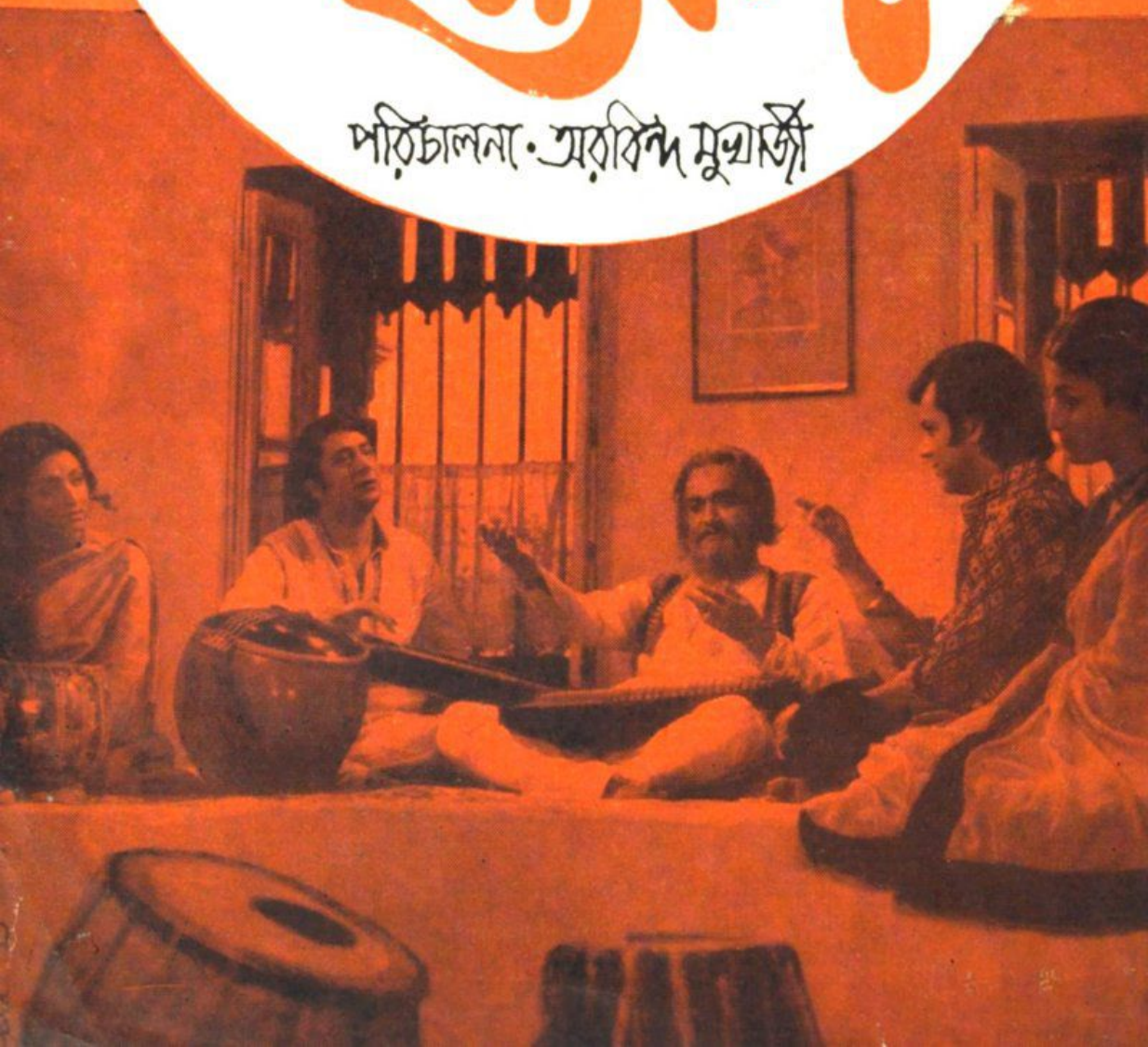

ও, পি, সিং প্রযোজিত

ইয়ং ষ্টার্স প্রোডাকসন্স-এর প্রথম নিবেদন

অজস্র ধন্যবাদ

(আংশিক রঙ্গীন)

কাহিনী ও গীতরচনা :
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

পরিচালনা :
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সংগীত : **শ্যামল মিত্র**

চিত্রনাট্য : **অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, দেবাংশু মুখোপাধ্যায়**

চিত্রশিল্পী : শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়॥ শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র॥ সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায় শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন॥ সংগীতগ্রহণ : রবীন চ্যাটার্জী (বম্বে)॥ সত্যেন চ্যাটার্জী॥ শব্দপুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জী॥ ষ্টুডিও তত্ত্বাবধায়ক : প্রভাত দাস॥ প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ মিত্র প্রচার অংকন : অতি দাস॥ স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ প্রাঃ লিঃ॥ যুগ্ম কর্মসচিব : বীরেন মুখার্জী, প্রশান্ত পাট্টাদার॥ রূপসজ্জা : গৌর দাস, অনন্ত পাই (বম্বে)॥ কেশবিন্যাস : রীটা রাণা সাজসজ্জা : দাশরথী দাস॥ রেকর্ড : এইচ, এম, ভি॥

কণ্ঠসংগীতে : **মহঃ রফি, শৈলেন্দ্র সিং, আশা ভোঁসলে, সন্ধ্যা মুখার্জী, অমিত গাঙ্গুলী, প্রসূণ ব্যানার্জী এবং শ্যামল মিত্র**

রসায়নাগারে : আর, বি, মেহতা॥ নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরী ও বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত॥ তত্ত্বাবধানে : উদয় প্রকাশ সিং, অমর প্রকাশ সিং॥

: অভিনয়ে :

অপর্ণা সেন, রঞ্জিত মল্লিক, অনিল চ্যাটার্জী, মহুয়া রায়চৌধুরী, তরুণ কুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জী, অনুপ কুমার, কাজল গুপ্ত, সুখেন দাস, পদ্মা দেবী, মৃণাল মুখার্জী, তপতী ব্যানার্জী, সুব্রত সেন শর্মা, কল্যাণী মণ্ডল, কিরণ লাহিড়ী, সংগীতা ধর, পারিজাত বসু, উষা শর্মা, গৌরী, আভা মণ্ডল, তপন বসুঠাকুর, ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল মুখার্জী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, সমীর মুখার্জী, প্রশান্ত পাট্টাদার, অশোক লাট, অতি দাস, দুর্গা পাঠক, রঞ্জন মুখার্জী, বীরেন গুহ, জি, ডি, মালাকার, শ্যামল মুখার্জী, সনৎ মহান্ত, পরিতোষ রায়, ফকির দাস, জ্যোৎস্না, বিশ্বনাথ, সুবল, বুল্, পাপিয়া, টুম্পা ও জহর রায় এবং **শৈলেন্দ্র সিং (বম্বে)**

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

শম্ভু বোস (মুগারোজ রেষ্টুরেণ্ট) চন্দ্রশংকর নাগর॥ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, মিঃ সোম (অন্নপূর্ণা কটন মিলস, শ্যামনগর) গোবিন্দ দে॥ সিনটেক্স॥ বরাহনগর রামকৃষ্ণ সেবায়তন॥ বরাহনগর সুরবানী (শ্যামনগর)॥ দি মেলোডি (রাসবিহারী)॥ জি, ডি, রায়॥ শ্যামল চক্রবর্তী॥ বিজয়া ঘোষ উমা ঘোষ॥ মিত্র লাইব্রেরী॥

: বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শ্রীহরি সিং॥ শ্রীরামেশ্বর সিং॥ শ্রীবিনয় কৃষ্ণ সিং॥ শ্রীএক্রাস আহম্মদ।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : শ্যামল চক্রবর্তী, অমিয় বোস, মিহির সরকার, সনৎ মহান্ত॥ চিত্রগ্রহণে : পাশু নাগ সংগীত পরিচালনায় : অলোক দে, আশীষ রায়, বাবলু চক্রবর্তী॥ সম্পাদনা : জয়দেব দাস॥ শিল্প নির্দেশনা : বুদ্ধদেব ঘোষ॥ প্রচারে : শান্তি দাসগুপ্ত॥ রূপসজ্জা : কেষ্ট দাস॥ শব্দগ্রহণ : জুগা ব্যবস্থাপনা : দুঃখী নায়ক॥ সাজসজ্জা : বিষ্টু দাস॥ রসায়নাগারে : অবনী রায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, দুলাল সাহা, বীরেন গুহ, তপন বসু, বংশী রায়॥ আলোক-সম্পাতে : দুঃখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, দিলীপ ব্যানার্জী, সতীশ হালদার, মধু গোস্বামী, খাদু পাত্র, হটো জানা॥ দৃশ্যনির্মান : মণি সর্দার।

বিশ্ব-পরিবেশনা : **ইয়ং ষ্টার্স ডিষ্ট্রিবিউটার্স**

কাহিনী

স্বনামধন্য ব্যবসায়ী নরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর একমাত্র সন্তান শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী গোপা। তাকে তিনি নিজের মত করে মানুষ করেছেন।

গোপা বাবার সঙ্গে তার সমস্ত ব্যবসা দেখাশুনো করে—এ ছাড়াও শ্যামনগরের মিলটা চলে তার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে।

স্বল্পভাষী মিঃ মুখার্জীর বাড়ীতে দুটি অদ্ভুত নিষেধ আছে। প্রথম, তার বাড়ীতে গানের সুর ঢুকতে পারবেনা, দ্বিতীয়তঃ বাড়ীর তেতলার বন্ধ ঘরে কেউ যেতে পারবে না। এ নিয়ে বাড়ীতে বিধবা পিসিমাকে জিজ্ঞেস করেও উত্তর পায়নি গোপা আর তা নিয়ে মাথাও ঘামায়নি সে।

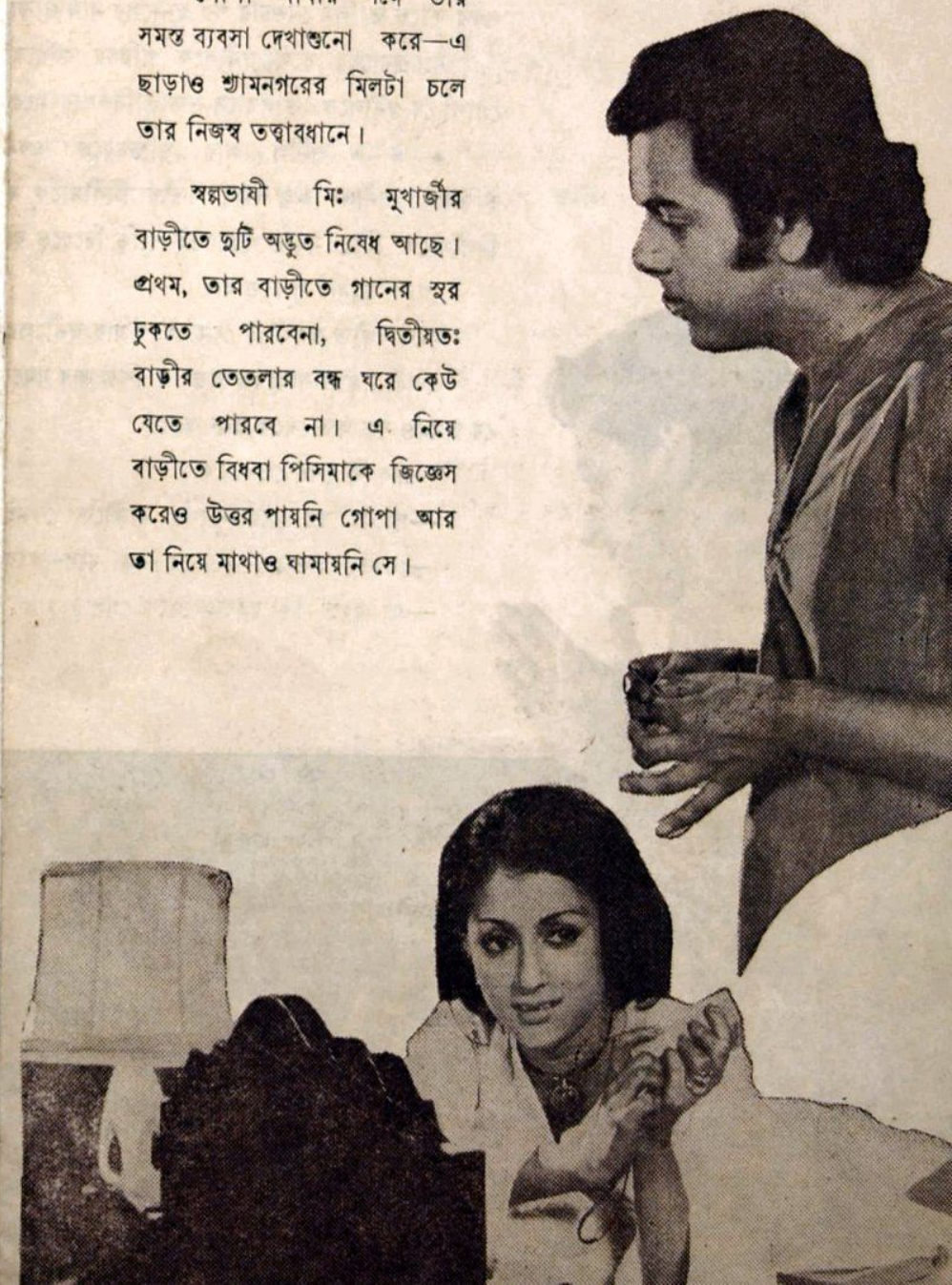

বন্ধু মীণার মাধ্যমে গোপার সাথে পরিচয় হল নবাগত অবাঙ্গালী গায়ক সুনীল খান্নার। তার গান শুনে গোপা মুগ্ধ। কিছুদিনের মধ্যে গোপার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো সুনীল—সুনীলকে সঙ্গীত সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে-পড়ে লেগে গেল গোপা। অবশেষে প্রখ্যাত সঙ্গীত গুরুর কাছে তালিম নেওয়ার পর সুনীলের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীলকে পরিচয় করিয়ে দেয় গোপা। গায়ক শুনেই নরেন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু গোপা যে সুনীলকে ভালবাসে—তাই নিরুপায় নরেন্দ্রনাথ এদের বিয়েতে মত দিলেন।

* * * সুনীল আর পশ্চিমবঙ্গে এখন অপরিচিত নয়। তার স্তুতি গাইবার লোক অনেক। ইতিমধ্যে সুনীল কিন্তু তার সতীর্থ নিলীমাকে মন দিয়ে ফেলেছে। আচম্বিতে একদিন জানা গেল, সুনীল নিলীমাকে নিয়ে সবার অজ্ঞাতেই পাড়ি দিয়েছে বম্বে।

গোপা যন্ত্রনায় কুঁকড়ে যায়।

সমস্ত সঙ্গীত জগৎটাই যেন থমকে যায় সুনীলের এ বিশ্বাসঘাতকতায়।

ধ্রুপদী সঙ্গীত সাধকের অন্যতম শিষ্য ধ্রুব সমবেদনা জানাতে এসে গোপাকে ভালবেসে ফেলে। কিন্তু গোপার যে তখনও সদ্য ক্ষত থেকে রক্ত ঝড়ছে!

—ধ্রুব কি পেল গোপাকে?

—গানের সুর নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে কেনই বা নিষিদ্ধ?

—কেনই বা তার তেতলার বন্ধ ঘরে কারও যাওয়া নিষেধ?

—এর রহস্য কি রহস্যই থেকে গেল??

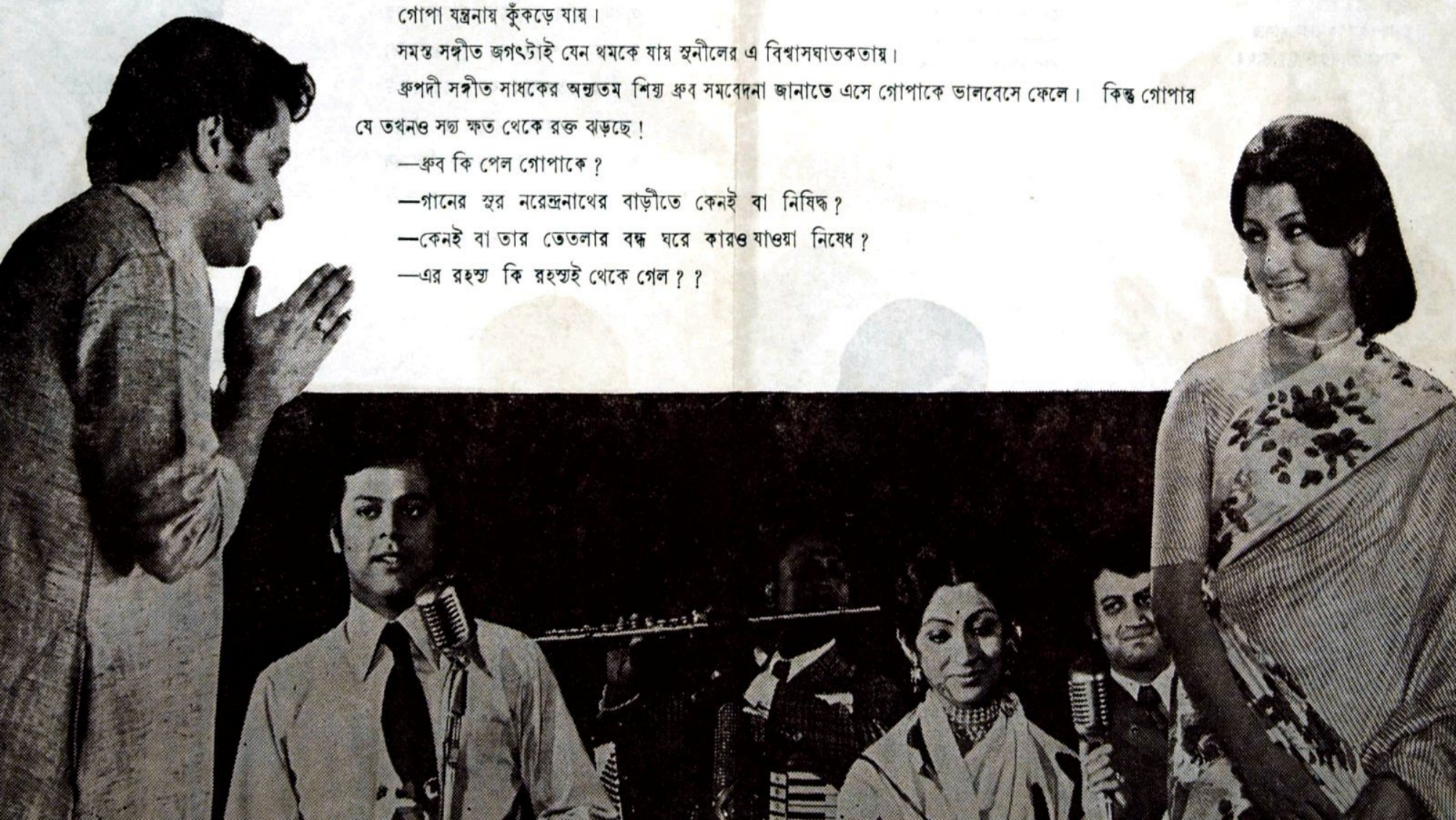

সঙ্গীত

(১)

এই জীবনটাকে হাউই করে
শূণ্যে আমি দেবো উড়িয়ে
প্রশংসা আর হাততালিতে
প্রাণটা আমার নেব জুড়িয়ে।
আলাদিনের প্রদীপটাকে পেতে হবে
কাঁটায় ভরা পথটা ধরে যেতে হবে
ক্লান্ত হলেই পা দুটোকে
নতুন পথে দেবো ঘুরিয়ে
বেপরোয়া বেদুইন যে হতে হবে
অল্প পেলে বলবোনা
তো ওতে হবে
পরশ মাণিক মেলে ধুলোয়
পাথর পেলেও নেব কুড়িয়ে॥

(২)

নদী যদি বলে সাগরের কাছে
আসবোনা-তা কি হয়, তা কি হয়
মেঘ যদি বলে সাগরের বুকে
ভাসবোনা তা কি হয়, তা কি হয়
ফুল যদি বলে ভ্রমরের গান
শুনবোনা—হয়না তা
নাচবো তবুও নুপুরের তাল
শুনবোনা—হয়না তা
ফাগুনকে দেখে চোখ যদি
হাসবোনা—তা কি হয়
পথ আছে তবু পা যদি
বলে চলবোনা—হয় না তা
বুকে কথা মুখ বলে
যদি কিছু বলব না—হয় না তা
ভালবেসে যদি মন বলে
ভাল বাসবোনা—তা কি হয়॥

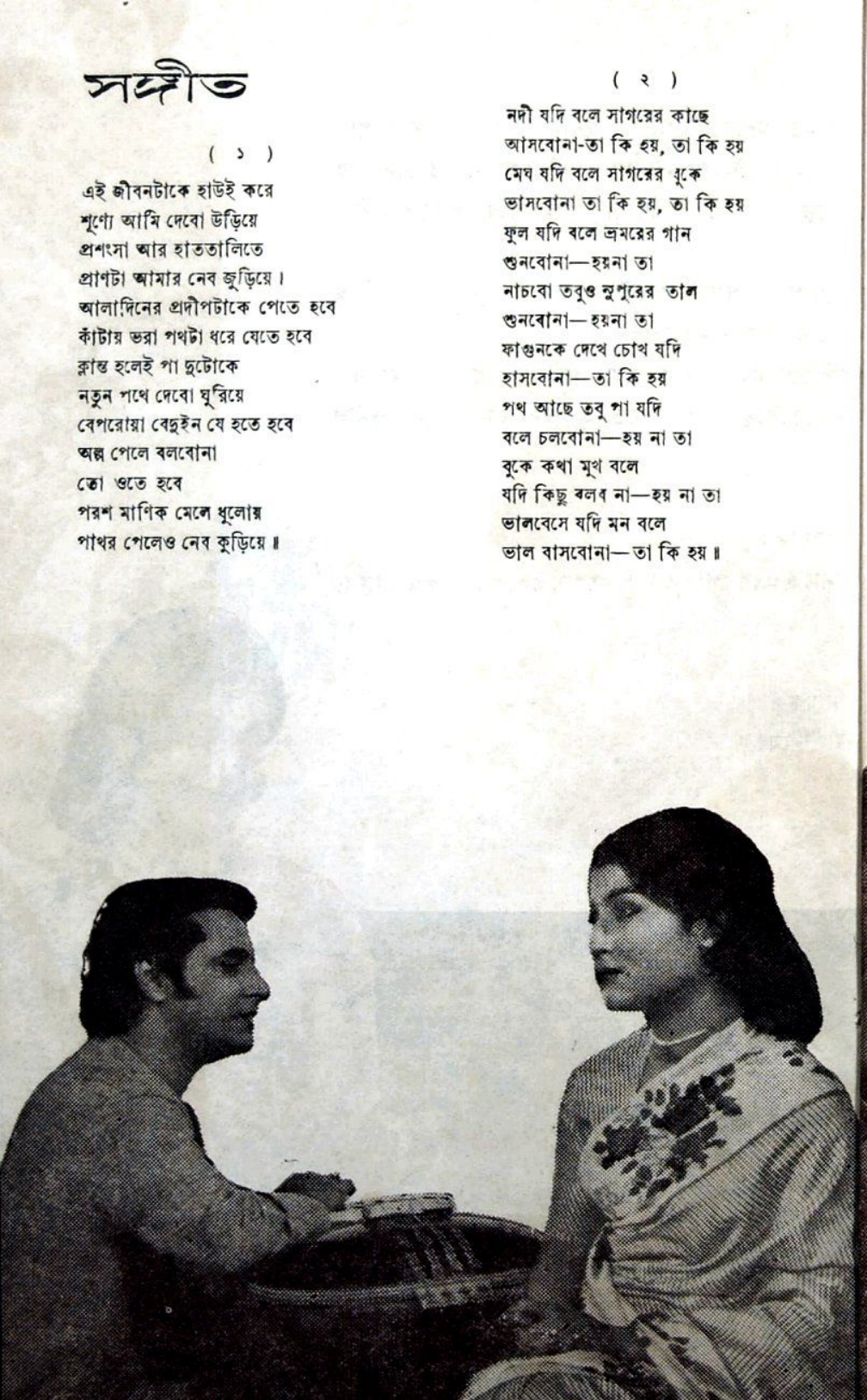

(৩)

প্রেম কথাটাই ছোট
অক্ষর তার দুটো
যেন একটি কোন
পাখীর ঠোঁটে
ছোট্ট সে খড় কুটো।
প্রেম ছোট্ট একটা কথা
সাগরও যে হার মানে
তার এমন গভীরতা—
এতটুকুন বুকেতে সেতো
ছোট্ট হয়েই থাকে—
হিসাবেরই দাঁড়ি পাল্লায়—
যায় না মাপা তাকে
কেউ দেবেনা বাধা তাকে
দু' হাত ভরে লুটো॥

(৪)

বেশী থাকলে দিতেই হবে
না থাকলে যে নিতেই হবে
আমার নিয়ম এইতো—
চোখের পর্দ্দা চক্ষুলজ্জা
ওসব আমার নাইতো—
আমি বেহায়া পেতেছি পাত
দেখাও পৈতে মারো ভাত
তোমার যেটা বিলাস আমার
বাঁচার খোরাক সেইতো।
কলসী ভরে জল নিলে কি
শুকায় তাতে নদী
বরং কারো তৃষ্ণা মেটে
পায়গো সে জল যদি
আছে তোমার তাই তো নেব
পেলেই আবার ফেরৎ দেব
পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে
নাচবো ধেই ধেই তো।

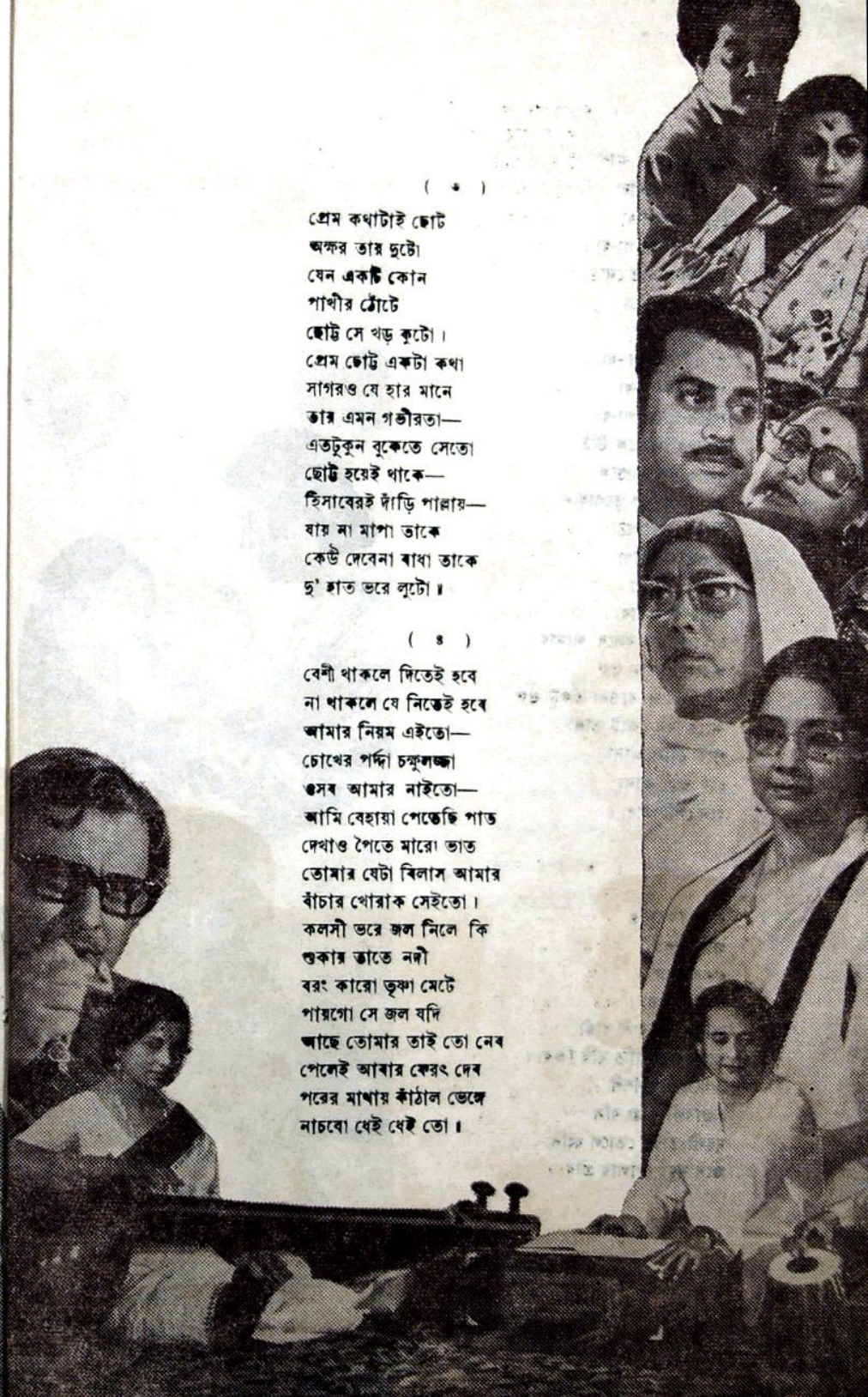

(৫)

এই খেয়ে নুন আদা
লেগে গেছি দাদা
টেনে গলা সাধা
সা-রে-গা-মা-পা-ধা।
এই মাথা হাত নেড়ে
গাই গলা ছেড়ে
মারে ছুট তেড়ে
গা-ধা-নি-ও-গা-ধা
পা-ধা-নি-পা-ধা
সা-রে-গা-মা-পা-ধা
ওস্তাদরা আৎকে উঠে
বলবে এ গান শুনে
আমাদের দিল তুলোধুনে
আভী মেজাজঠো
দাও ঠেকা তায়া
তবলা ও বাঁয়া
আছে সুরে সাধা।
চামচেরা সব বলবে আমায়
করলে এ গান সুরু
পায়ের ধুলো দাওনা একটু গুরু
আরে ধিন কেটে তানা
পুরো ষোল আনা
হয়ে তাল কানা
বনে গেছি হাঁদা॥

(৬)

নওল কিশোর
শ্যাম সুন্দর
জলদ অঙ্গে
শ্যামল বিভা।
অভিসারী বংশী ধারী
রূপেরও জ্যোতি মরি কিবা।
দিগন্তে ঐ পূর্ণশশী
চন্দ্রাবলী কুঞ্জে বসি
মুরলী তারই তোলে ধ্বনি
শুনে ময়ূর দোলায় গ্রীবা।

(৭)

কাছে আছ তুমি
রং আছে ফুলে
সুর আছে প্রাণে
সবই যাই ভুলে।
তাই যেন বাতাসে
সুর ঢালে বাঁশি
তাই এ অধরে
ফোটে মৃদু হাসি
এসেছো হেসেছো
ভালো কি বেসেছো?
তাই বুঝি হৃদয়ে
জাগে আলো আশা
আজ বুঝি জীবনে
এলো ভালবাসা
রিমিকি ঝিনিকি
ও সুর চিনিকি
কাছে আছো তুমি॥

(৮)

ছায়া ঝরা ভরা সাঁজে
পূরবীতে সুর বাজে
পাখীরা দিন শেষে
নীড়ে ফিরে যায়
সুরজ নামে পাটে
তরী এসে লাগে ঘাটে
সিঁদুর পরে দিক বঁধু
গোধুলিছায়।
যে মুখেতে গান নেই
সে প্রতিমা যার প্রাণ নেই
সুর ছাড়া মন কিগো
প্রেরণা পায়।

(৯)

বীচে নগরীয়া
ভুলিরে ডাগারিয়া
আবো শুধালো
মোরে রাম॥

(১০)

তুমি যে আমারই গান
রাগ অনুরাগে
এ জীবনও জাগে
আমারও ভোরের ফুল
তোমারও শিশিরে করে স্নান
পাখীর কাছে এ গান শেখা
এই সুরে প্রেমের
স্বরলিপি লেখা
এই যে গানে
যেন গো আমার
ভৈরবী পেল প্রাণ
শুকতারা আকাশে গেল ডুবে
সুরের সূর্য্য হয়ে দেখা দিল পূবে
সেই আলো আশা
সেতো ভালবাসা
সে যে তোমারই দান॥

বম্বে ও বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে গঠন পথে

ও. পি. সিং প্রযোজিত
ইয়ং ষ্টার্স প্রোডাকসন্স এর

বাংলা - হিন্দী চিত্র প্রয়াস
ইষ্টম্যান কলর-এ

?

পরিচালনা • অনিল গাঙ্গুলী
কাহিনী • গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ইয়ং ষ্টার্স ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ১১, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৬৯ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।